

প্রজ্ঞাপনঃ ২০০১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পুলিশ সদর দফতর, ঢাকা।

পরিপত্র

নং ০১/২০০১

তারিখঃ ৯/১/২০০১

সম্প্রতি পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের গোচরীভূত হইয়াছে, বিভিন্ন রেঞ্জ/ইউনিটে কর্মরত কর্মকর্তাগণ সরকারি ছুটি, নৈমিত্তিক ছুটি এবং অর্জিত ছুটিতে থাকাকালীন সময়ে অথবা সরকারি কাজে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়া কর্মস্থলের বাহিরে সরকারি গাড়িযোগে গমন করিয়া থাকেন। সরকারি ছুটি, নৈমিত্তিক ছুটি এবং অর্জিত ছুটিতে থাকাকালীন সময়ে অথবা সরকারি কাজে কর্মস্থলের বাহিরে গমনকালীন সময়ে সরকারি গাড়ি ব্যবহারের জন্য অনুমতি নেওয়ার বিষয়ে নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তাহা অনুসরণ করেন না। পুলিশ কর্মকর্তাগণের এই ধরনের আচরণ নিয়ম-শৃঙ্খলার পরিপন্থি। এই ধরনের প্রবণতা অনতিবিলম্বে বন্ধ করা আবশ্যিক।

এমতাবস্থায়, এই বিষয়ে সকল রেঞ্জ/ইউনিটে কর্মরত কর্মকর্তাগণকে কর্মস্থলের বাহিরে গমনকালীন সময়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের এসআরও নং ৬৪/এল/৮-৬ তারিখ ২০-২-১৯৮৬-মূলে জারিকৃত সরকারি যানবাহন (ব্যবহার আইন) অধ্যাদেশ ১৯৮৬-তে বর্ণিত বিধি এবং সংস্থাপনা মন্ত্রণালয়ে ০-৭-২-১৯৯১ তারিখে নং সম(পরি) ১ আ-৬/৮৮-৪৩(১০০) মূলে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুসরণ এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স হইতে পূর্বে অনুমতি গ্রহণ করিবার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হইল।

স্বাঃ

(মোঃ আনোয়ারুল ইকবাল, বিপিএম, পিপিএম)

ডিআইজি (প্রশাসন)

বাংলাদেশ পুলিশ

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং জিএ/১৮৮-৮৪ (অংশ)/১ (১২০)

তারিখঃ ৯/১/২০০১

অনুলিপি অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইলঃ

২।*

১৩।.*

স্বাঃ

(মোঃ আনোয়ারুল ইকবাল, বিপিএম, পিপিএম)

ডিআইজি (প্রশাসন)

বাংলাদেশ পুলিশ

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

[প্রবিধান ১৩১ - ১৪৪ দেখুন]

পরিপত্র ০৪/২০০১

বিষয়ঃ সভা সমাবেশ ও মিছিল বা প্রসেশন নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে।

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, সভা সমাবেশ ও মিছিল হইতে বিভিন্ন ধরনের উসকানিমূলক বক্তব্য/শ্লোগান দেওয়া হইয়া থাকে যাহার ফলে পরিবেশ উত্তপ্ত হইয়া শৃঙ্খলা বা নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবার মত অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং জনগণ ভীত হইয়া পড়েন। সভা সমাবেশ, মিছিল বা প্রসেশনকে যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত বাধা দেওয়ার কোন অবকাশ নাই। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থায় সংবিধানের ৩৬ এবং ৩৭ অনুচ্ছেদের আলোকে রাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দের সভা সমাবেশ ও চলাফেরার স্বাধীনতা তাহাদের মৌলিক অধিকার হিসাবে পরিগণিত। অনুচ্ছেদ ৩৭ মোতাবেক জনশৃংখলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইন দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে। বর্ণিত অনুচ্ছেদে ৩টি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহা হইলঃ

(ক) আইন দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধসাপেক্ষে

(খ) শান্তিপূর্ণভাবে এবং

(গ) নিরস্ত্র অবস্থায়

উল্লেখ্য যে, নির্দিষ্ট সময় অন্তর জাতীয় নির্বাচন ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনের ক্ষেত্রে সারাদেশব্যাপী জনসমাবেশ ও বিভিন্ন শ্লোগানসহকারে শোভাযাত্রা হইয়া থাকে। অনেক সময় সভা ও শোভাযাত্রাসমূহ হইতে আইন-শৃংখলাজনিত পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়া থাকে।

এমতাবস্থায় পুলিশ অ্যাক্ট, ১৮৬১-এর ৩০, ৩০(ক), ৩১ এবং ৩২ ধারার নির্দেশাবলী অনুসরণ সাপেক্ষে সভা সমাবেশ ও শোভাযাত্রার ক্ষেত্রে পিআরবি ভলিউম ১-এর প্রবিধি ১৩১ হইতে ১৪৪ পর্যন্ত শর্তাবলী আরোপকরতঃ সভা সমাবেশ ও শোভাযাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। এক্ষেত্রে ডিএমপিতে মেট্রোপলিটন পুলিশ অর্ডিন্যান্স-এর ২১, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৩, ৫৭ ও ৬০ ধারা এবং আন্যান্য মেট্রোপলিটন এলাকায় পুলিশ কমিশনারগণ সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পুলিশ আইনের ৩০, ৩০(ক) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অর্ডিন্যান্সের ২৫ (ট) মোতাবেক লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে সভা সমাবেশ, মিছিল পুলিশ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবার বিধান রহিয়াছে।

বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও উপ-দলসমূহের মধ্যে সভা, মিছিল বা প্রসেশন হইতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতিসহ খুন জখম হওয়ার আশংকা রহিয়াছে, বিধায় কোন দল বা মতের অনুসারীরা কোন সভা সমাবেশ বা মিছিল করিতে চাহিলে তাহারা কোন রাস্তা কোন কোন সময়ে ব্যবহার করিবে সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিট প্রধানগণকে পুলিশ অ্যাক্ট-এর ৩০ ধারা এবং মেট্রোপলিটন অর্ডিন্যান্স -এর বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রয়োগ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল।

স্বাঃ ২/৮/২০০১

(মুহাম্মদ নূরুল হুদা)

ইন্সপেক্টর জেনারেল

বাংলাদেশ পুলিশ